তারিখ 09 SEP ২০১৭
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

সাক্ষরতা দিবসে গণশিক্ষা মন্ত্রী

নিরক্ষরতা দূরীকরণ সরকার সামাজিক আন্দোলন হিসেবে নিয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, 'বাংলাদেশকে পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে হলে আগামী প্রজন্মকে হতে হবে সাক্ষরতা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন। বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রসার এবং নিরক্ষরতামুক্ত ও তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি কার্যক্রমসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে সরকার নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করেছে।' গতকাল শুক্রবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণশিক্ষা মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

রাজধানীসহ সারা দেশে গতকাল এ দিবস পালিত হয়। সকালে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে শেষ হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'সাক্ষরতা অর্জন করি, ডিজিটাল বিশ্ব গড়ি'।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭২.৩ শতাংশ। দেশে বিদ্যমান ২৮ শতাংশ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামানের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক বাসুদেব গাঙ্গুলী, ইউনেসকো ঢাকার প্রতিনিধি সুন লেই প্রমুখ।